ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 09 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষামন্ত্রী চাপের মুখে ॥ একাট সংগঠনের ধর্মঘট অব্যাহত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শতভাগ বেতন দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ফেরত ার ঘোষণায় চাপের মুখে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। এই ঘোষণা কোন শিক্ষক সংগঠনই মেনে নিচ্ছে না। একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট অব্যাহত রেখে ৪৮ ঘন্টার আলটিমেটামও দিয়েছে রকে। ফলে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের খণ্ড ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। তবে সরকারের এক উপমন্ত্রী ছন, এটি কোন সমস্যা নয়।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার পল্টনে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নগদ-বাকীর চাতুর্যপূর্ণ ণামূলক ঘোষণা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার করে বিনাশর্তে ১০ ভাগ বেতন প্রদানের সরকারী প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা ন করতে হবে। যুগপৎ প্রতারণামূলক ঘোষণা প্রত্যাহার ও বিনাশর্তে ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন প্রদানের সরকারী প্রজ্ঞাপন জারির সাথে সাথে চল ধর্মঘট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আগস্ট মুক্তাঙ্গন থেকে মশাল মিছিল, ১১-১৪ আগস্ট পেশাজীবীদের স মতবিনিময়, ১৯ আগস্ট ফ্রন্টের আলটিমেটাম অনুযায়ী ঘোষণা সংশো করে প্রজ্ঞাপন জারি না করলে সরকারী ঘোষণায় অগ্নিসংযোগ ও শিক্ষাম কুশপুত্তলিকা দাহ, ২০-২৫ আগস্ট ৬ বিভাগীয় সদরে জনসভা ও মিছি ২৬ আগস্ট ঢাকায় মহাঅবস্থান এবং ২৭ আগস্ট ঢাকায় অর্ধদিবস হরতা সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছি আজিজুল হক, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অং মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।

গতকাল বিকেলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (৭ম পৃঃ ৩-এর কঃ

শিক্ষামন্ত্রী চাপের মুখে

(প্রথম পৃঃ পর)

তথ্য উপমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর সাথে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন জোটের ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল এক সভায় মিলিত হন। সভায় আব্দুস সালাম পিন্টু বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া শিক্ষা সহায়ক প্রধানমন্ত্রী। তিনি চান না শিক্ষকদের কোন ক্ষতি হোউক। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখুন। কোন সমস্যাই থাকবে না। সেলিম ভূইয়া বলেন, আমরা বিশ্বাস করি না বর্তমান সরকার শিক্ষকদের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করতে পারে। শতভাগ বেতন প্রদানের বিষয়টি সরকারের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, শতভাগ বেতন প্রদানে ছাত্র বেতন রাষ্ট্রীয় কাষাগারে জমা নিতে পারলে শিক্ষক নেতৃত্ব ছেড়ে দেব। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী মুগীস উদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা এমএ লতিফ, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

স্থানীয় একটি রেস্তোঁরায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের (শরিফুল-মাজহারুল হান্নান) এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই শতভাগ বেতন প্রদান করতে হবে। তবে যদি সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় নিতেই চান তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্ধারিত এক মাসের মধ্যে ৬ দফা শিক্ষা এজেন্ডা বাস্তবায়নের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটলে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালাবদ্ধ কর্মসূচী পালন শুরু করবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, মুহম্মদ